শান্তনুর ঘর করি সালিফা আমার নাম

আজাদ আলম

ও গো শুনছ?
বাজারের লিস্ট আর তেলের ভান্ড গুলো নিয়েছ তো?
ঈদের বাজার, ভুলো না যেন কিনতে কোনো কিছু
বসন্তও দুয়ারে, বাসন্তি রঙের শাড়ি নেই ঘরে
অনতুর আর তোমার পাঞ্জাবি কিনতে ভুলো না গো।
আর হ্যাঁ, দাদা কালীন সাইকেল টারে অবসর দাও প্রভু
দাদা গেল, বাবা গেল, তোমারো তো সময় হয়ে এলো
ওটাকে অবসর দিয়েই দাও
নাকি, ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চাও?
তোমার তো আবার,
কোনো কিছু ফেলে দেবার ইতিহাস নেই।

থামবে তুমি? পাঞ্জাবি টা যে কই গেল
ইশ, রোদ্দুরটাও চড়া হয়ে এলো
এতবড় ফর্দ, পকেটে এত অল্প অর্থ
সব কেমন যেন এলোমেলো ঠেকছে
উপরন্তু সাইকেল সমাচার
খোট্টা দেবার
আর সময় পেলেনা?
যা শালার, বাজারে যাবই না।

রাখো তোমার ফর্দ আর রাখো তোমার ভান্ড
পাঠাও বাজারে, অকাল কুষ্মান্ড টারে,
দেখি কিছু কিনে আনতে পারে কি না পারে।

হাসি আর চেপে রাখতে পারি না কোনো ভাবেই
প্রসন্ন বদনের প্রচ্ছন্ন মানুষটির এই
চেহারা নিয়েই সুখে আছি দিনমান।
প্রশ্ন নেই তবু প্রশ্নের ভান
ভঙ্গি নেই তবু ভঙ্গীমায় অভিমান ।
রাগ নেই তবুও রাগ রাগ রক্ত চোখ
যোগ বিইয়োগের ধার ধারে না তবুও উষ্ণ অভিযোগ
অভাবের সংসার, এত বড়ো পরিবার
অথচ, দৈন্যতার কোনো প্রসার
তার আশেপাশে নেই
দুঃখ বুঝি কোনো বিভ্রান্তি মনা মানুষের আবিষ্কার
সমস্ত দিনমান, সুমন্ত চলাফেরা
উচ্চ কোনো বাসনা নেই, মেকি কোনো মহড়া নেই।

হৃদয়ের দুয়ারে কোনো পাহারা নেই
অবাধে আসে যায় সব সব মানুষেরা
শান্তনুর বয়স পঞ্চাশের ওপারে
সাতাশ বছর হলো আমি তার ঘরে
নিমতলায় নিমজ্জিত আমাদের এই ধাম,
আর সালিফা, আমার তারই দেয়া নাম।

তুই ফেলে এসেছিস কারে

আজাদ আলম

মাঝে মাঝেই আজকাল দূর দৃষ্টিতে মাকে দেখি
চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদে, বৈশাখের ঝড়ে
শীতের জীর্ণতায়, বসন্তের আনন্দ মনে, হেমন্তের শীতল সায়াহ্নে
আষাঢ়ের প্লাবিত আঁখি নিয়ে অপেক্ষমান আমার মা।

অভিমানী মার বড়ো অবিশ্বাস, সন্দেহ, আমি বুঝি আর ফিরব না,
যতই বলি ফিরব মা, ফিরব
একদিন ফিরব শেষ বারের মতো
তন্ময় হয়ে তোমার সব কাহিনী শুনব
মা হেসে বলে, ফিরবি আমি মরে গেলে ।

শত কষ্টেও হাসতে হাসতে
স্মৃতি জড়িত আঁচলে চোখ মুছে মা।

তুই আসবিনা দেশে জানি
বিদেশের ভাত তোর মজা লাগে বেশি।

মায়ের আক্ষেপে ম্লান হয়ে যায় মনটা
নিস্তেজে নুইয়ে যায় সজীব পল্লবিত বনটা

কাল বাবা ছিল, আজ মামা নেই
আগামী কাল . . .
হঠাৎ বিস্বাদ লাগে এই বিত্ত, এই লোকালয়
প্রশান্ত সাগরের প্রসারিত আলিঙ্গন
জীবনের তাল, লয়, সব সব হারিয়ে যায়
ভাঙ্গে দেহ, ভাঙ্গে মোহ, ভাঙ্গে মন ।
হয়ত মার কথাই ঠিক
দূর দ্বীপে বসে অজান্তেই দিন গুনছি
গগন বিদারী খবরের আশঙ্কায়, হতভাগা, তোর মা যে আর নেই ।

অগ্নি কোণে আমি তাকাতেই পারি না -
তাকালেই কলজেটা ধক্ করে উঠে, মনা
তুই যে থাকিস সেই দিকে, সাত সাগরের ওপারে
কেন থাকিস বাবা অত দুরে?
কবে বাড়ি আসবি তুই?
এত ভালো লাগে বিদেশ বিভুই?
তুই আসবি আমি মরে গেলে?
বাংলাদেশে সবার ভাত মিলে, তোর মিলে না?
তুই বাংলাদেশের ছেলে না?

হীরের টুকরো ছেলে বোঝে না মায়ের ব্যাকুল মন
কি জানি কখন চলে গেছে বহু দূরে
বানভাসি শালুকের মতন।

উত্তর আসে না মুখে
বিশ্ব অপরাধীর মত চেয়ে থাকি ঝুলন্ত ছবিটার দিকে
প্রার্থনা রত আমার মা
শুভঙ্করী মা যেন চোখেই রাখছে চোখের অমঙ্গল পানি
মুখ লুকিয়ে ঢাকতে চাইছে অপ্রিয় কষ্টখানি
বিধাতাকে ডাকছে দু হাত তুলে
দুধে ভাতে বেঁচে থাকুক সহস্র বছর
আমার সোনার ছেলে ।

টেলিফোনের লাইন কেটে যায়
নিভে যায় দখিনা তারার আলো।
একীভূত হয় পৃথিবীর সমস্ত কালো, সমগ্র ভাবনা ।
অন্ধকার ভেদ করে স্পষ্টতর হতে থাকে
মাযের যতিহীন আকুল কামনা ।
ফিরে আয় বাবা ফিরে আয়, ফিরে আয় না !
বাংলাদেশে সবার ভাত মিলে, তোর মিলে না !

সিডনী
azadul85@gmail.com